পরিচয়ের সন্ধানে

–অনন্যা ভট্টাচার্য্য

নিন্দিত না হয়ে বরং নন্দিত হোক সেই ধর্ষক যে
হত্যা করে সদ্যজাত কিংবা সবে তরুণী সেই মেয়েদেরকে।
ভাগ্যিস মেয়েগুলি আর নেই।

তা-নাহলে কাঁদত ধর্ষিতা হাসত ধর্ষক সমাজও
ঠিক আঙুল দেখাতো তাদের,
ধর্ষকের বিচার না হয়ে চলতো ধর্ষিতা নিয়ে বিনোদন,
কখনো থানা কখনো হাসপাতাল, কখনো আবার
আদালতে হতো ধর্ষনের কাহিনি কর্ষন।

রক্তাক্ত মেয়েদের প্রতি কৌতুহলের থাকতনা শেষ,
কোথায় দিয়েছে কামড়, কোথায় পড়েছে চুমু
এসব প্রশ্নের ঝড় উঠত বেশ।
যনি পথে চলতো অস্ত্র, নাম হতো বীর্জ শনাক্তকরন,
medical test এর নামে দেহে জাগত পুনরায় ধর্ষনের শিহোরন।

তারপর শুরু বিচার,
উকিলের বাক্যবান, সাংবাদিকের মজাদার প্রশ্ন,
মানসিক ধর্ষনে তাদের ভাঙতো সব স্বপ্ন।

আর শেষে সব কাটিয়ে তারা যখন স্বাভাবিক
হওয়ার চেষ্টায়,
সমাজ তখন আঙুল দিয়ে এদের ধর্ষিতা বলেই চেনায়।

“মৃত্যুর পর একটি দেহের পরিচয় যেমন লাশ,
ঠিক তেমনি ধর্ষনের পর একটি মেয়ের পরিচয় ধর্ষিতা।”
তাই, ভাগ্যিস মেয়েগুলি আর নেই।